গীতি-কাব্য।

শ্রীরাজেন্দ্রচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় প্রণীত।

"If to your heart your tongue be true
Why hunt for words with much ado."

GOETHE.

"We write, for our writing is our friend, the inanimate paper is our confessional; we pour forth on it the thoughts that we could tell to no private ear, and are relieved, are consoled". LORD BULWER LYTTON.

'Seas and hills and horizons, are between us; but souls escape from their clay prisons, and meet in the paradise of love.' SCHILLER.

কলিকাতা,

৩৭ নং মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীট, বীণাযন্ত্রে
শ্রীশরচ্চন্দ্র দেব দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

১২৯৫

মূল্য দ০ আনা।

উৎসর্গ।

কল্পনে,

তোমার কোমল করে এ ক্ষুদ্র বন ফুল-হার অর্পণ করিলাম। দীন সন্তানের এ ভক্তি-উপহার গ্রহণ করিবে কি মা? দেবি, মন্দার-কুসুম-দাম-শোভিত তোমার গলদেশে কোন সাহসে এ বন-কর্ণিকার পরাইয়া দিই। কই মা, সে বিশ্ব-ব্যাপিনী-শক্তি কই? সে অন্তর্জগৎ-আলোকিনী, সে বহির্জগতে নব-সুষমা-সম্ভার-প্রদায়িনী, সে নক্ষত্র-লোক-বিহারিণী, সে বহিরন্তর্জগৎ-উন্মাদনী প্রতিভা কই? তবে কেন প্রাণ এমন হয় মা? ফুল ফুটিলে, তড়িৎ ছুটিলে, নব-বাসন্ত-সমীরণ বহিলে, নব-জলধর-ধারা ঝরিলে, ফুলের সনে, ভ্রমরের গানে হৃদয় গলিয়া যায় কেন মা? যদি ভাব-স্ফূর্ত্তির সে শক্তি না দিলি, তবে হৃদয়ের এ উচ্ছ্বাস কেন দিলি মা? মায়াময়ি, যখন তোর সেবা করি দারুণ-দুঃখময় এ সংসারের এত যে শোক, এত যে তাপ সব ভুলিয়া যাই কেন মা? দেবি, যদি প্রসন্ন হও, শ্রম সার্থক মানিব, নহিলে এই আমার প্রথম, এই শেষ।

ভক্ত—গ্রন্থকার।

ছিন্নলতা।

প্রথমোচ্ছ্বাস।

"But yet I know, wher'er I go,
That there hath pass'd away a glory from
the earth."
"Whither is fled, the visionary gleam ?
Where is it now, the glory and the dream ?"
WORDSWORTH.

১

"নবীন-প্রেমিক-সুখ-বিঘাতন
ম্রিয়মাণ লাজ আনত-আনন,
ছাড় ছাড় আজি কুসুমিত বন
আজি রে সুখের যামিনী ;
আজি রে অধীর যমুনা-জীবনে
প্রেমের উছলি উঠে ক্ষণে ক্ষণে ;
আজি প্রেমপাশে প্রাণেশে যতনে
বেঁধেছে যমুনা রঙ্গিণী !

২

"হেন দুয়ে এক প্রেমের সে ভাব,
হেন আত্মত্যাগ প্রণয়-সুলভ,
তাই ছাড়ি শশী স্বরগ-বিভব,
ভাসিছে যমুনা উপরি ;
তাই প্রেমময়ী যমুনা সুন্দরী
জ্যোৎস্নারূপিণী, আত্ম পরিহরি,
তাই শশী, প্রিয়াদেহের ভিতরি
মিশিছে আপনা পাসরি।

৩

"স্বনিছে পবন প্রেমের উচ্ছ্বাস,
ছুটিছে কুসুমে প্রেমের সুবাস
প্রকাশে কোকিলা নব অভিলাষ
কুহরি প্রেমের কাহিনী,
পড়িছে মাধবী তমালের কোলে,
দুলিছে প্রিয়ঙ্গু প্রেমপরিমলে,
মলয় বাতাস পড়ে প্রেমে ঢ'লে,
প্রেমের শকতি মোহিনী!

৪

"প্রিয়া-মুখ-মধু-পান-মত্ত-হিয়া
প্রেমমাখা বোলে গাইছে পাপিয়া—
'এ হেন নিশায় বল মোরে প্রিয়া
হবে কি লো কভু মানিনী ?'
তাই বলি, লাজ, ছাড় এ কানন,
না দেখাও তব বিরস বদন ,
আজি হাসি-ভরা প্রকৃতিজীবন ,
সাধেব এ মধু-যামিনী।

৫

"বিনোদিনী মোর বকুলের তলে
বসি চারু করে কুড়াইছে ফুলে,
গাঁথি চারু হার দিবে মোর গলে
খুলিয়ে লাজের আবরি ;
বনের সে বা'লা বিনোদ আমার
বড় ভালবাসে বনফুলহাব,
গাঁথিয়াছি তাই সাজাব তাহার
ফুলহারে চারু কবরী।

৬

"বনফুলহারে সাজায়ে তাহারে,
সে চারু চিবুক ধরি মৃদু করে
দেখাব কানন-কুসুম-নিকরে
জীবন্ত-কুসুম রূপিণী,
হায় সে আমার সংসারকাননে
যেন পারিজাত নন্দন উদ্যানে;
পরিব রে তায় হৃদয়ে যতনে
মন-হৃদি-প্রাণ-তোষিণী।

৭

"ভাবী জীবনের কলপনাগুলি
শুনাব তাহারে বসি নিরবিলি,
সে কর পরশে কভু সব ভুলি
চুমিব অধর শিহরি;
জেনেছি তাহার মনের ভাবনা,
শুনেছি শ্রবণে তাহার কামনা,
আজি মোর সনে কাহার তুলনা
আছে রে ভুবন ভিতরি!

৮

"মরি কি মধুর মধু-বিভাবরী,
ফুটায় আস্ফুট আশার মঞ্জরী ,
ছুটে শিরে শিরে হৃদয ভিতবি
প্রেমের তাড়িত লহরী ,
কি যেন কি যেন ভাবে ভোলা ভোলা,
কি যেন কি ভাবে হৃদয় উতলা,
কি যেন কি প্রাণে করে তোলাপাড়া
নেহারি কানন মাধুবী।

৯

"ধীরে ধীরে ধীবে জোছনা শিহবে
চুমি ফুলে ফুলে, সিনানি নির্ঝরে
নির্ঝর-মুকুরে নিজ রূপ হেরে
পডিছে বিভোরে সমীরগায় !
প্রাণের ভিতরে কি যেন কি করে
বাজে হৃদি-যন্ত্র কি মোহন সুরে ,
তারে তাবে তারে কে যেন ঝঙ্কারে
মৃদু মৃদু মৃদু পরশ-বায় !"

১০

প্রেমের সঙ্গীত সমীর-হিল্লোলে
বড় সুমধুর ; যেন ফুলদলে
আধ ফুটা ভাব , যেন নিশাকালে
দূর-বংশী-ধ্বনি যমুনা-হ্রদে ,
যেন নব রাগ ললনা-অধরে
ফুটে ; পুনঃ ঢাকে লাজের অম্বরে ,
যেন আধবুলি বালা-কণ্ঠ-স্বরে,
যেন ভাবোচ্ছ্বাস কবির হৃদে।

১১

পশিল সে গীত সন্ন্যাসীর কানে ;
পাগলের প্রায় যমুনা-পুলিনে
দাঁড়ায়ে সে যুবা ভাবিতেছে মনে
সুখেব সে দিন গিয়াছে তার ,
ফুরায়েছে তার আশা, অভিলাষ,
সুগৌর অঙ্গে যোগি জন-বাস ;
স্বকপোলে কর—ছাড়ি দীর্ঘশ্বাস
গাইল লাঘবি যাতনাভার।

১২

"কে গায় প্রেমিক সুমধুর ভাষে,
কাহার হৃদয় নাচেরে উচ্ছ্বাসে
বল কার বীণা প্রেমের পরশে
স্বভাব্ মাধুরী করিছে গান।
সার্থ কার প্রেম—কোন সুখী জন
অথবা আশাব প্রলোভে মগন
যা হোক ত নয় আমার মতন,
কে গায় রে গীত খুলিয়ে প্রাণ!

১৩

"মোহ-মন্ত্র মত শুনে কার গান
ছুটিল হৃদয়, অবশ পরাণ,
ঝটিকা আঘাতে যেন জলযান
তরঙ্গের সনে ভাসিয়ে যায়,
আশা, অভিলাষ করি বিসর্জ্জন
সন্ন্যাসীর বেশ করেছি ধারণ
নির্ম্মমতা-লৌহ-শৃঙ্খল-বন্ধন
প্রণয়-চুম্বকে ছুটালে হায়!

১৪

"হয়ে বীতরাগ, মায়া-মোহ-হীন
যোগ-বর্ম্মে বপু বাঁধিনু কঠিন,
সে ভ্রম আমার হলো রে বিলীন,
ডুবিল প্রতিজ্ঞা স্মৃতির জলে,
সহি কত ক্লেশ, করি পর্য্যটন
চিত্তের আবেগ করিতে দমন
যা কিছু করিনু মনঃ-সংযমন
টলিল তাহার দ্বিগুণ বলে।

১৫

"আত্ম-সংযমন? মিছে প্রতারণা
কেন কর, মন, কেন এ ছলনা?
কবে আশা, স্নেহ, দুর্ব্বার বাসনা
পারিলি ছাড়িতে হৃদয় হ'তে?
মিছে ছদ্মবেশ—যোগীর এ সাজ,
ছয় রিপু রণে লৌহ-পেসোয়াজ
পরিয়ে অঙ্গেতে নাহি কি রে লাজ
কাপুরুষ সম বিজিত হ'তে?

১৬

"ভূলোকে স্বরগ কৈলাস শেখর,
বারাণসী পুরী মুনিমনোহর,
দ্বারকা, প্রয়াগ, গোমুখী, পুষ্কর,
    শান্তি-নিকেতন তাপস-বাস,
না পেলেম তথা জুড়াতে যাতনা,
প্রাণের আবেগ প্রশম হলো না,
ফুরায়েছে সব না গেল বাসনা,
    নারিনু ছিঁড়িতে মায়ার পাশ।

১৭

"পারি কি ভুলিতে যমুনা-পুলিন
এ লতিকাকুঞ্জ, বিটপী, বিপিন?
প্রেমচোখে দেখা হবে না বিলীন
    বেণু সহ বেণু মিশাবে যবে,
যবে পুন পাব নূতন জীবন,
নব জীবলোকে করিব ভ্রমণ
আমার মানস-স্বরগ-সৃজন
    আর কোন খানে কভু না হবে।

১৮

"এ যমুনাতট জাগ্রতে, শয়নে,
ফুলশোভা সহ সদা জাগে মনে,
কেমনে ভুলিব সে সুখ-স্বপনে
বাল-নিদ্রা বেশে দেখেছি যায়।
মেঘাচ্ছন্ন সদা হৃদয়-আকাশ,
নাহি তারাচয় চাঁদের বিলাস,
সুখ-স্মৃতি মাত্র বিতরে বিভাস
জোনাকীর জ্যোতি আঁধারগায়।

১৯

"কে যেন যমুনা বিশাল হৃদয়ে
অভাগাজীবন রেখেছে লিখিয়ে!
হায় স্মৃতি-পথে উঠে রে জাগিয়ে
সকল ঘটনা একটী ক'রে;
অনন্ত যমুনা, অনন্ত সময়,
অনন্ত এ প্রেম, ভুলিবার নয়!
প্রেমের কাহিনী তরঙ্গের গায়
প্রেমের সে গীত এ কল স্বরে।

২০

"এ কাননফুলে—এ যমুনাজলে
প্রিয়া-পাদপীঠ—এ মাধবীমূলে
পারি কি হেরিতে, বসিতে বিরলে
বাল্যের সে দিন না স্মরি মনে!
যেন ফুলময়, যেন স্বপ্নময়,
যেন সেই সব, আর শূন্যময়;
যুগান্ত জীবন করি বিনিময়
মুহূর্ত্ত সে সুখ-দিনের সনে।

২১

"আবার আবার ওই যে আবার
উথলি উঠিল দুঃখ-পারাবার,
হৃদে প্রেম-তন্ত্রী বাজিল আবার
আবার পড়িনু প্রণয়-ফাঁদে,
কেন কুহুরব-নিশীথ-কূজন
জ্বলন্ত হৃদয়ে দিতেছে ইন্ধন!
কেন তোরে শশী করি দরশন
হেরিতে সে শশী পরাণ কাঁদে।

২২

"কি মোহের তন্ত্রে প্রকৃতি সুন্দরী
জড়ায় পরাণে, কি যে সে চাতুরী
হতাশ-প্রেমিক-হৃদি-মরু'পরি
প্রেমের কুসুম যাহাতে ফুটে ;
মৃতদেহে করে জীবন সঞ্চার,
দগ্ধ প্রেম-স্মৃতি জ্বালায় আবার,
প্রেম-হুতাশন জ্বলে অনিবার,
শিরে শিরে প্রেম তাড়িত ছুটে।

২৩

"কেন হাসে এত চাঁদিনী শর্ব্বরী,
মাতায় জগত—মরি কি মাধুবী
মরি কি মাধুরী ছড়ায় লহরী
নীলিম যমুনা-বিশাল-হৃদে ?
কি কুহকে ভুলে গায় কুহুস্বর
যামিনীতে নাহি তার(ও) অবসর ?
কি সুখে অনিল কুসুম উপর
পড়িছে ঢলিয়ে বিভোর মদে !

২৪

"কত ভেবেছিনু সে রূপ ভুলিব,
সে সুখের দিন আর না স্মরিব,
না চা'ব হেরিতে বদন তার ;
সে বিষম ভ্রম—বুঝিনু এখন,
প্রেমেতে গঠিত হৃদয় যখন,
প্রেম-ভিত গেলে পতন সার।

২৫

"প্রিয়ে, গোলাপের কোরক মতন
অস্ফুট মাধুরী ছিলে রে যখন,
তখন অবধি প্রণয়-রেখা ;
খেলিতে খেলিতে, হাসিতে হাসিতে
আধ আধ স্বরে কত যে কহিতে
কাণে কাণে কত, না যায় লেখা।

২৬

"হায রে, সে কথা—কি যে ভাব তার
নাহি পাই খুঁজি ভাবের ভাণ্ডার,
যেন খুলে প্রাণ দেহের দুয়ার
ধাইত সে সুধা করিতে পান !
কি যে প্রাণে প্রাণে, আত্মায় আত্মায়,
অলক্ষ্য তাড়িত-প্রবাহের প্রায়
অনিবার্য্য শক্তি হ'ত বিনিময়,
কি ভাবে মাতিত অধীর প্রাণ।

২৭

"নিশা অবসান না হ'তে না হ'তে
ঊষা বায়ু নাহি বহিতে বহিতে,
যমুনার তীরে ছুটিয়া আসিতে
রবির উদয দেখিবে ব'লে ,
ঘাসের উপরে নিশার শিশির
আছিল যেমতি থাকিত সুস্থির,
তব পদ-ভরে না খসিত নীর
ঊষাদেবী তুমি আসিতে চ'লে !

২৮

"পূবব আকাশ যমুনার জলে
কি অতুল শোভা ধবিত ভূতলে
যা হেবি মোহিত কিবা কুতুহলে,
না ফিরিত আঁখি হেবিতে, প্রিযে,
জলে প্রতিভাত রক্তিম গগন,
ভাব বিভাসিত না তব বদন,
কে অধিক শোভা করিত ধাবণ
দেখিতাম তাই বিহ্বল হিয়ে!

২৯

"হায বে সুখের সমাধি আমাব
ক্রমেতে যখন যৌবন সঞ্চাব
বালিকাব ভাব ফিরিল তোমাব
কুমুদেব কুঁড়ি ফুটিলে, প্রিযে,
একে ত ছিলে রে লাবণ্য আধাব,
বাড়িল সে রূপ শতগুণ তাব
যৌবন বাজত্ব কবিল বিস্তার
রূপের মাধুবী ছড়ায়ে দিয়ে!

৩০

"না ছিল সে রূপ চাঁদের কিরণে,
সে বিপুল শোভা প্রভাত গগনে,
সে মাধুর্য্য কোথা প্রাতঃ-সমীরণে,
না ছিল জগতে তুলনা তার ;
অন্তরের শোভা শত গুণ তার
কল্পনার চ'খে হেরি অনিবার
যদি পাই কিছু তুলনা তাহার
তাহার তুলনা সে হৃদে তার !

৩১

"মধুর সে রাগ নলিন-নয়নে,
মধুর সে রাগ সলাজ বয়ানে,
যেন মেঘ-চাপ শারদ গগনে
ক্ষণে উঠে ক্ষণে ভাসিয়ে যায় ;
যা কিছু মাধুরী এ তিন ভুবনে
ক'রে পাতি পাতি হেরে দু নয়নে,—
হেরি সেই মুখে ; কোন উপাদানে
নিরজনে বিধি গড়েছে তায় !

৩২

"যত বার হেরি নবীন মাধুরী
নব নব ভাব সে নয়নে হেরি,
সরম, বিলাস সে অধর'পরি
নিতি নব রঙ্গে খেলিত, হায়!
যদি পল দণ্ড, দিবা হয় মাস,
বরষ যুগান্ত, হেন বহে শ্বাস,
তথাপি না মিটে নয়নের আশ,
ত্যজি নিদ্রাহার নেহারি তায়!

৩৩

"সে মুখের হাসি বড় ভালবাসি,
ছাড়ি দেহ-ভার হাসিতেই মিশি,
কি ভাবে বিভোর, কি সুখেতে ভাসি
কোথা যেত প্রাণ উধাও হয়ে!
স্বরগের ছবি—কবি-কলপনা
হৃদয়ে তাহার? তার(ই) কি জোছনা
শিখা'ত মানবে স্বরগ-ভাবনা
হাসি রূপে ক্ষণ উদয় হয়ে?

৩৪

"হায় রে, সে হাসি বিভাসি আননে,
কত নব ভাবে ভাসিত নয়নে ,
সে অপূর্ব্ব বিভা মরত, বিমানে
সঞ্জীবনী-সুধা ছড়াত, হায় !
কিবা নব জ্যোতিঃ জ্যোতিষী-নিকরে,
কিবা নব ভাতি সুধাকর-করে,
নবীন সুষমা কুসুম-সম্ভারে
নব ভাবে ভোর মলয় বায় !

৩৫

"গিরি ভেদ করি তটিনী যেমতি
কুল কুল রবে করে মন্দ গতি,
বহু নদ, নদী বাড়ায় শকতি,
আয়ত আকার ধারণ করে ;
আমাদের প্রেম-তটিনী তেমন
নিত্য নবোচ্ছ্বাসে হয়ে আয়তন,
হৃদয়ের পথ কবি প্রসারণ,
ধাইল অতুল বেগের ভরে।

৩৬

"আশার আশয়ে চাতকী যেমন
নব ঘনদল করে দরশন
কতক্ষণে হবে বিন্দু-বরিষণ,
পিতৃমুখ পানে রহিলে চেয়ে ,
অভাগাব ভালে ও ধন মিলিবে,
গিরির গুহায় গোলাপ ফুটিবে,
আকাশের চাঁদ মবতে উদিবে,
কত খানা মনে বেড়াত গেয়ে।

৩৭

"নেশার সে ঘোর ভাঙ্গিল তখন,
ফুরা'ল সে মোর সুখের স্বপন,
মহা-সমারোহে যবে পৌরজন
পিতৃরাজ্য তব অর্পিল তাঁরে ,
জানিনু সে দিন রাজন্য-প্রধান
মন্ত্রি-চক্রে হয়ে হৃত-রাজ্য-মান,
কন্যারত্নে লয়ে ছাড়ি রাজস্থান
ছিলেন কুটীরে যমুনা-তীরে।

৩৮

"পরিবৃত যোদ্ধৃ, দাস, দাসীগণে
পরিহিত হীরা-খচিত বসনে,
আরোহি নয়ন-প্রীতিকর যানে
পিতৃ-রাজ্যে, প্রিয়ে, চলিলে যবে,
তখনি বুঝিল হৃদয় আমার
নাহি তৃপ্তি তার প্রেম-পিয়াসার ;
তখনি বুঝিল ফুরা'ল রে তার
যা কিছু সুখের আছিল ভবে।

৩৯

"পিতা তব, প্রিয়ে, প্রিয় সম্বোধনে
কহিলেন কিবা,—'চল মোর সনে,
আছিলে যেমন থাকিবে সেখানে
সন্তানের সম পালিব তোরে,'
ভাবিলাম যাব, হৃদি বলিদান
দিয়া প্রায়শ্চিত্ত করিব বিধান ;
না পারিনু, প্রিয়ে, হতে ব্যবধান
তব সুখে, হায়, পরাণ ধ'রে।

৪০

"আজি রে শ্মশান হৃদয় আমার
নিয়ত করিছে ধূ ধূ অনিবার,
সাধের প্রেমের স্মৃতি মাত্র সার,
পুড়ে পুড়ে খাক্ করিছে প্রাণ,
চাঁদিনীর হাসি—ফুলের বিভব—
যামিনীব এই স্বপ্নময় ভাব—
যমুনা-লহরী—সমীর সৌরভ
নাহি প্রাণে—পিক না করে গান।

৪১

"কি যেন কি নাই সৌন্দর্য্য-সাগরে,
কি যেন কি শূন্য ভাবের ভাণ্ডারে,
কি যেন কি জ্যোতিঃ ঢেকেছে অম্বরে,
কিসের এ ছায়া জগত-কায়;
নাহি সে মত্ততা চাঁদের কিরণে,
যমুনা-হৃদয় উচ্ছ্বসিত গানে;
পীযূষ-লহরী পাপিয়ার তানে
সে ভাবে এ প্রাণ মাতে না, হায়!

৪২

"হায়, কেন হেরি প্রকৃতির এ ভাব
নাহি সে মাধুরী—কি যেন অভাব,
বাসন্ত যামিনী—সুখের উৎসব
সে সুখ লহরী না ছুটে বনে ;
প্রিয়ার জীবনে এদের জীবন ?
প্রিয়ার মাধুরী করিয়া হরণ
ফুটিত গোলাপ শোভিয়া কানন ?
প্রিয়া-সুখে সুখ স্বভাব-মনে ?

৪৩

"তাই কি রে আজ যমুনার জল
না হেরি প্রিয়ারে শোকেতে বিহ্বল
উলটি পালটি পড়িছে কেবল
কল-নাদে গেয়ে শোকের গান ?
ম্লান সরোজিনী সুষমা হারায়ে
ফণিনী যেমন মণি-হারা হয়ে ?
তাই কি কোকিলা কাঁদে অসময়ে
নিশীথ বিপিনে ছাড়িয়া তান ?

৪৪

"তা নয়, বুঝেছি হৃদয়ে আমার
জ্বলে যে পাবক, শত শিখা তার
হয়ে প্রসারিত করে ছার খার,
প্রকৃতি-মাধুরী—কি পাব আজ!
পাই পুন মোরা করি যা অর্পণ
মানব-জীবনে প্রকৃতি-জীবন,
কখন কপালে বাসর লিখন,
কভু বা তাহার চিতার সাজ!

৪৫

"কে দিল রে মনে এ অগ্নি জ্বালায়ে,
হৃদয়ের শিরা কে দিল কাটিয়ে,
কোন্ সে নিষ্ঠুর দিল বিলাইয়ে
হৃদয়ের ধনে হৃদয় হতে;
দিল কিন্তু কেন না নিবে এখন
এ দুঃসহ, হায়, স্মৃতির আগুন,
পুড়ে পুড়ে প্রাণ হইয়াছে চূণ
নাহি কি রে ক্ষোভ মিটিছে তাতে!

৪৬

"ডাক রে কোকিল, ডাক রে আবার,
প্রেমানলে হৃদি হ'ক ছার খার,
 ডাক না, বে পাখি, কি মায়া তোর ?
কোথা, পঞ্চশর, হান ফুলশর
হৃদয়ের বেগ পা'ক অবসর ;
 হ'ক বে আঁধার জীবন ভোর।

৪৭

"এ ত সেই প্রেম বীজ-মন্ত্র যার
'আত্মোৎসর্গ'—নাম, 'পর অধিকার'
পর সুখ দুঃখ ভাবি আপনার
 প্রেমিকের প্রাণ পরের তরে,
অতল জলধি করি অতিক্রম
উচ্চ গিরিশৃঙ্গ করি আরোহণ
বহু যত্নে, হায়, মিলিল যে ধন,
 ত্যজিতে সে ধন তাহার(ই) তরে।

৪৮

"সুশোভিতা চারু রাজ-অলঙ্কারে,
সমর্পিতা রাজকুমারের করে,
ভেবে তাবে কেন প্রাণের ভিতরে
যেন দাবানল জ্বলিছে, হায় !
তার সুখে সুখ, তার প্রাণে প্রাণ,
একই সে আত্মা, এক ধ্যান, জ্ঞান ,
সে শ্বাসে এ শ্বাস প্রেমের বিধান,
তবে কেন প্রাণ কাঁদে রে, হায় !

৪৯

"যদি হ'ত তাব সুখেব সময,
জ্বলিত কি প্রাণ অনলের প্রায় ?
করেছি সে দিন আত্ম-বিনিময়
যেই দিন ভালবেসেছি, হায় !
প্রিয়তমা মোর বন-বিহঙ্গিনী
প্রাসাদ-পিঞ্জবে নহে সে সুখিনী
হায় বে, সে বালা প্রণয়-রূপিণী
ভুলিবে কি ভালবেসেছে যায় ?

৫০

"ভুলিবে কেমনে ? ভোলা না কি যায়,
হৃদি, প্রাণ, মন সঁপেছ যাহায় ?
ভাবিতে জগৎ শূন্য সমুদায়
করিতে যাহাবে আঁখির আড়ে,
যেন দুটী ফুল এক বৃন্ত-পাশে,
দুটী পাখী যেন একই আকাশে,
যেন দুটী ঢেউ ছুটে পাশে পাশে,
জানে না বিরহ, বিষাদ কারে !

৫১

"প্রেয়সি বে, বিন্দু নয়নের নীবে
ইন্দীবর-নেত্রে সিঞ্চিত শিশিরে
প্রকাশিল কত বুঝা'ব কাহাবে
শেষেব সে দিন বিদাযকালে,
বুঝাইনু যবে, সবলে, দোঁহায
সেই দিন হতে কত অন্তরায,
পাতার কুটীব, রাজার আলয়,
মণি-মেখলায়, কুসুম-মালে !

৫২

"কে তুমি, কে আমি, বুঝা'নু যখন
উভয়ে অন্তর শতেক যোজন,
বুঝা'নু এ প্রেম মৃকের স্বপন,
বলিনু ভুলিতে অভাগা জনে ,"
'ভুল হে আমাবে, ভুল, প্রাণেশ্বর,
বলিতে প্রেমেবে যদি অধিকার,
যাও এত দূর না যাইও আর'
"হাসিয়ে বলিলে মধুর স্বনে ।

৫৩

"এ কি সেই হাসি—সে বিম্ব-অধরে,
স্ফটিকেব শোভা পদ্ম-রাগ'পরে ,
নব-মল্লি-ভাতি কিসলয়-ধারে
স্ফুরে যবে ফুল বাসন্ত বায় ,
এ কি সেই হাসি ওষ্ঠাধর-কোলে,
বালার্কের বিভা রক্তোৎপল-দলে ,
কিম্বা জ্যোৎস্নারাশি পড়ে প্রেম-ছলে
মুখোমুখী দুটী গোলাপ-গায় !

৫৪

"এ কি সেই হাসি—নযন-হিল্লোলে
যেন তড়িল্লতা জলদের কোলে ;
প্রভাত অনিল সুপ্ত নীলোৎপলে
জাগায় যেমতি নূতন ক'রে ,
এ কি সেই হাসি—সে গণ্ডে, কপোলে,
সে কণ্ঠে, হৃদযে, সে ভুরুযুগলে,
নব মাধুরিমা, সে মুখমণ্ডলে
ছড়া'ত যেথায় যা কিছু ধরে।

৫৫

"যা কিছু সৌন্দর্য্য ত্রিদিব-ভুবনে,
যা কিছু সৌন্দর্য্য মরত-বিমানে,
যা কিছু সৌন্দর্য্য ভাবে কলপনে,
ছড়া'ত সে হাসি অধর-কোলে ,
যদি কর্ণ, নাসা হ'ত রে নযন,
প্রতি লোমকূপে করিত দর্শন,
মুখের সে রাগ নিতই নূতন
হেরিতাম তবে পরাণ খুলে !

৫৬

"হায় রে, সে প্রেম-বিজয়ার দিনে
আশার সে সাধ ফুরা'ল যে ক্ষণে,
তখন সে হাসি—সে ম্লান বদনে
অস্ত-রাগ যেন গোধূলি-গায়,
কি নিষ্ঠুর বাণী তুই রে 'বিদায়'
বজ্রপাত স্নিগ্ধ তোর তুলনায়,
প্রেমিকের হাসি সুখ-স্বপ্নময়
তোর নামে সব শুকায়, হায়!

৫৭

"জগতের চক্র এক(ই) ভাবে ঘুরে,
সেই মাস, ঋতু, সেই ভাবে ফিরে,
কিন্তু হৃদি-ভেলা প্রেম-পারাবারে,
ভগ্ন-অবশেষ আসে রে তীরে,
ওই যে তরঙ্গ যমুনা-হৃদয়ে
উছলিয়া হৃদি যাইছে মিশায়ে,
পুন উঠে, কিন্তু মানব-হৃদয়ে
সুখের সে দিন গেলে না ফিরে।

৫৮

"আর কেন কাঁদি—কে শুনিবে আর,
ছিন্নতন্ত্রী বীণা—বেসুর ঝঙ্কার,
নীরবে বহিব এ দুখের ভার,
পরের যাতনা বুঝে কি পরে?
তবে কেন কাঁদে নীরবে নির্ঝরে,
প্রাবৃট-গগনে বরষে অম্বরে,
বিরহীর হৃদি তিতে অশ্রুনীরে,
কি নিয়মে বাঁধা প্রকৃতি নবে?

৫৯

"হায় কে বুঝিবে বিন্দু অশ্রুজলে
কত সুখ-আশা দেয় রসাতলে,
বার্দ্ধক্যের রেখা যুবক-কপালে
জীবনের আলো নিবায়, হায়!
কলপনা কত, কতই উচ্ছ্বাস,
কত নবোৎসাহ, কত অভিলাষ,
কতই সে হৃদে অতৃপ্ত পিয়াস
শুকায় নীহারে কুসুমপ্রায়!"

৬০

নীরবিল যুবা, ক্ষণেক সে গান
যমুনার কোলে পাইল রে স্থান ;
ক্ষণেক পবনে বহিল উজান,
ক্রমেতে বিলীন কানন-কায় ,
এমতি ক্ষণিক কবির সুযশ,
রূপের সৌন্দর্য্য, প্রেমের সুরস,
নাহি মিটে আশ—না মিটে পিয়াস
ক্ষণেকে মিশায় কালের গায় !

দ্বিতীয়োচ্ছ্বাস।

"There is a comfort in the strength of love ;
'T will make a thing endurable, which else
Would break the heart."

WORDSWORTH.

১

মৃদু মৃদু কিবা বহিছে পবন,
মৃদুল হিল্লোলে দুলিতেছে বন,
যুবতী-সুলভ প্রমোদে মগন,
কুসুম-কলিকা পড়িছে ঢ'লে ;
শিথিল বন্ধন, শিথিল কবরী
ঘুমের আবেশে যেন কোন নারী
ঢুলু ঢুলু আঁখি পতিগলে ধরি,
ঢলিয়ে পড়িছে সোহাগে গ'লে !

২

লতিকানিকুঞ্জ প্রেমেব বিলাস
প্রেমেব সে দূত মলয় বাতাস
প্রেমিকের কথা প্রণযিনী পাশ
দোলাযে চিকুবে কহিছে ধীরে ,
নব প্রণযিনী প্রেমিকের সনে,
কভু লাজভাঙ্গা—কভু বা সবমে,
সমীব-স্খলিত হৃদি-আববণে
তুলিতেছে বালা সুচারু করে।

৩

কেহ ফুলহার গাঁথে চারুতব,
ফুলদল সনে ছুটে ফুল-শব ,
রসে ঢল ঢল—তনু জব জর
প্রমোদে কিশোব কিশোরী ;
বসি কেহ সুখে বকুলেব মূলে,
প্রিয়াকণ্ঠ সাথে কণ্ঠস্বর তুলে ,
প্রেমেব উচ্ছ্বাসে যমুনা উছলে,
পড়িছে চরণে আছাড়ি।

৪

ঘুমে ঢুলু ঢুলু প্রকৃতির কায়,
ঘুমে মাতোয়ারা সমীর মলয়,
পড়িছে প্রসূন এ উহার গায়
ঘুমে চারু আঁখি মুদিত, হায়!
ক্রমে গাঢ়তর হলো বিভাবরী,
ক্রমেতে নীরব প্রেমের বাঁশরী;
প্রেমের উচ্ছ্বাস হলো ধীরি ধীরি
যমুনা-হৃদয়ে স্তিমিত-প্রায়!

৫

স্বপ্ন-সহচরী নিদ্রা মায়াবিনী
করাল-কবল-কৃতান্ত-সঙ্গিনী
নিশাচরী-দেবী আঁধার-রূপিণী
বিষাদে ঢাকিল জগত-কায়;
সে প্রেম-বিলাস ফুরা'ল তখন,
শিশিরে প্রকৃতি করিল রোদন
মুদি মায়া-নিদ্রা যোগীর নয়ন
দেখালে কি কাল স্বপন তায়!

৬

প্রবাহিতা নদী অনন্ত ব্যাপিনী,
ভাসে নদীবক্ষে সুচারু তরণী ,
একমাত্র বালা চালায় ক্ষেপণী
মাত্র এক যুবা আরোহী তায় ,
শরতের চাঁদ সুনীল গগনে
ভেসে যায় জলে তরণীর সনে ,
পড়ে ঊর্ম্মিমালা জ্যোৎস্না-কিরণে
উলটি পালটি তরণী-গায়।

৭

কিবা সে সৌন্দর্য্য বালিকা-বদনে,
কিবা সে লাবণ্য নলিন নয়নে,
কি মধুর হাসি বিম্বাধর-কোণে,
কিবা সু ভ্রূ, গণ্ড, মধুর হাব।
আভনের কবি কিম্বা উজ্জয়িনী
কাহার কল্পনা এ জল-বাসিনী ,
কে সে চারুবালা মন-বিমোহিনী,
ভাবিয়া কিছুই না পাই ভাব !

৮

কলপনা বালা সে চারু-হাসিনী
কবির হৃদয়ে জ্যোৎস্না-রূপিণী,
ভাবুক-মানসে জ্ঞান-বিকাশিনী
বিজলী যেমন জলদ-গায়,
জলে বিলম্বিত সে পদযুগল
ভাসে দুটি যেন ফুল্ল শতদল,
ভাবে ঢল ঢল প্রবাহিণীজল
চুমিছে আনন্দে বিহ্বলপ্রায়।

৯

হলো কাল মেঘ গগনে উদয
আবরিল শশী তারকা-নিচয়
ধরে উগ্র ভাব সমীর মলয
কাঁপিল প্রকৃতি অতুল তেজে,
ত্রাসে সে বালিকা ফিরায়ে নয়ন,
সাশ্রুনেত্রে হেরে যুবার বদন,
মুহূর্ত্তে উঠিল ঝটিকা বিষম
ডুবিল সে তরী সলিল-মাঝে!

১০

চমকিল যোগী—এ যে অভিনয়
হৃদি-চিত্রপটে, সে বাল্য সময়
সুখের মিলন—শেষের বিদায়
প্রেমের সে অঙ্ক স্বপনে, হায়!
পুনর্ব্বার যোগী মুদিল নয়ন,
নিদ্রার আবেশে ভুলিল স্বপন;
কবে মন-নেত্রে পুন নিরীক্ষণ
প্রেমের সে ছবি জগত-ময়!

১১

নৈশ নভস্তলে জলদ-নিকব
তূলারাশি যেন রহে স্তবে স্তর
হয়ে তরু, লতা, নদী, মহীধব
ইচ্ছারূপী মেঘ বিচবে ছলে;
মেঘেব সে ভিত্তি—মেঘেতে গঠন
মেঘময় এক হর্ম্ম্য মনোরম
দেখিতে দেখিতে শোভিল গগন;
ভোজবাজি কিবা মায়ার বলে!

১২

দেখিল সে যোগী—জলদের গায়
ম্লান-মুখ চাঁদ বিষাদে লুকায়;
রজত-প্রতিভ জ্যোতিষী-নিচয়
কাংসখণ্ড সম মলিন-প্রভা!
জলদ-রচিত সে গৃহ-প্রাঙ্গণ
করি বিভাসিত উদিল তখন
নববধূ এক, যুবা আর জন,
সেই সে তরুণী নহে সে যুবা!

১৩

স্বপন-সম্ভূত সে জলবাসিনী
নববধূ-সাজে নহে ত শোভিনী,
সুবর্ণ-পিঞ্জরে যেন বিহঙ্গিনী
কিম্বা কুরঙ্গিণী কিরাত-জালে;
"আ'জ হ'তে দোঁহে একই হৃদয়"
মূর্চ্ছিতা সে বালা যুবার কথায়,
ক্রমে সে জলদে মিশাইল কায়,
মিশা'ল সে যুবা সে ঘন-দলে!

১৪

শিহরিল যোগী, ভাঙ্গিল স্বপন
অমৃতনিস্যন্দী কোকিল-কূজন
জিনিয়া মধুর বীণার নিক্কণ
নারী-কণ্ঠ-গীতি পশিল হিয়ে,
কভু মৃদু খাদ কভু বা পঞ্চমে
সে স্বর-লহরী পূরিল কাননে ;
ক্ষণে উঠে ক্ষণে সমীর-সোপানে
যমুনা-লহরে মিশিছে গিয়ে।

১৫

আপ্নাহারা নিশা ; হয়ে স্বরময়
উঠে স্বর সনে যোগীর হৃদয় ;
ত্যজি স্থূল দেহ ভ্রমে শূন্যময়,
ঋষি-হৃদি যেন সমাধি-বলে ;
ঘুমে ভাঙ্গা ভাঙ্গা কোকিল-কূজন
বারেক দু'বার ধ্বনিয়া সে বন,
নীরব ; কোকিলা ঢাকিল বদন—
ছাইল সে গীত কোকিল-কলে।

১৬

স্তম্ভিত যুবক—আত্মাহারা প্রাণ ;
যেন হয়ে এক বাক্, মন, জ্ঞান,
সে কণ্ঠ-পীযূষ করি সুখে পান,
নেশার আবেশে বিভোরপ্রায় ;
অতৃপ্ত সে ক্ষুধা—অতৃপ্ত পিয়াস,
আরও প্রাণ চায়, আরও পানে আশ,
কে চাহে রে প্রাণে জ্ঞানের বিকাশ,
যদি চির প্রাণ এ ভাবে রয় !

গীত।

"কিবা কল কল, যমুনার জল,
শ্যামক মধুর মুরলী,
কিবা ঢল ঢল, চাঁদিনী উজল,
মধুর লহর উথলি।
মরি, কি যামিনী, হাসিছে চাঁদিনী,
যমুনা-হৃদয়ে বিজলী,
কি মাধুরী ভরা, ভাবে মাতোয়ারা,
হৃদি, মন, জ্ঞান বিহ্বলী !

কিবা এ কানন,　　　　বহে সমীরণ,
　　চুমিয়ে গোলাপ চামেলি ;
ছুটে বন ভরি,　　　　অমিয় নিঙ্গড়ি,
　　কোকিল-কূজন-কাকলি !
প্রেম-স্মৃতি যেন,　　　　সুখের স্বপন,
　　আফুট-জোছনা-লহরী ;
উঠে কত মনে,　　　　এ ভাঙ্গা পরাণে,
　　রেখেছি যতই আবরি !
কত সুখে বনে,　　　　ভ্রমিছি দু'জনে,
　　গেঁথেছি চিকণ ফুলের মালা ;
পাখীটির মত,　　　　গাইতাম কত,
　　না জানি কেমন বিরহ-জ্বালা !
তুই লো যমুনে,　　　　জানিস্ সকলি,
　　তুই বই, সখি, কে আছে মোব ?
নিদাঘেব তাপে,　　　　তাপিত পরাণ,
　　জুড়াতাম, সখি, হৃদয়ে তোর।
"হাত-ধরা-ধরি,　　　　দিতাম সাঁতারি,
　　প্রাণনাথ সনে প্রেমের খেলা,

ভাবিতাম মনে, সকলি এমনি,
এ জগৎ বুঝি প্রেমের মেলা!
সাধের কানন, এ জগৎ বুঝি,
তুই লো সজনি, বেড়াস্ ঘূরে,
তোহারি পুলিনে, যত নর নারী,
স্থজেছেন বিধি এমনি ক'রে!
সরল পরাণে, এ হেন ভাবনা,
উপজিত, সখি, কি কব আর;
যে জন জানে নি, দুঃখের বারতা,
সুখের স্বপন সদা যে তার!
আগে কি তা জানি, ভয়াল ভূধর
পৃথিবীর হৃদি বিদরে, হায়!
বারিহীন মরু, নাহি তৃণ তরু,
করে ধূ ধূ ধূ ধূ—বালুকাময়!
আয় লো সজনি, তোহারি সলিলে,
নয়ন-সলিল মিশাই আয়;
তুই বই আর, কে আছে আমার
হৃদয়ের ব্যথা জানাব কায়!

তোর নীবে সখি, আমি লো নলিনী,
বেখেছিলি তুই যতন ক'রে ;
হৃদয়েব শশী, প্রাণনাথ মোর,
বেঁধেছিনু তাবে প্রণয়-ডোবে !
কি কাল অম্বরে, সে সুধাংশু-মুখ,
ঢাকিল, সজনি, না জানি হায় !
আর কি সে মুখ, দেখিব, যমুনে,
মিটিবে প্রাণের পিয়াসা তায় !
আর কি কৌতুকে, কামিনীর কাণে,
কি কহে অলিটী জানিতে, সখি !
সুধাইব নাথে, কহিবেন তিনি,
'সখি রে তোমাব সুধাও দেখি ,
তুমিও কুসুম, বিনোদ আমার,
ফুলে ফুলে নাহি বড়ই ভাব ;
তাই ত কুসুমে, সাজাও কববী,
হৃদযে ধবেছ কুসুম-ভাব'।
সে সুখেব দিন, গিযাছে চলিযে,
কাঁদিবার দিন এসেছে, হায় !
আয় তোর বুকে, লুকায়ে এ মুখ
কেহ না দেখিবে কাঁদিব আয়।"

১৭

হইল নীরব সে বীণা-ঝঙ্কার,
ক্ষণেকে পবন বিষাদের ভার
ফেলিলা সুদূরে ; সুখের সংসার
 শোকের কাহিনী কে শুনে তায়।
কোথা যাও, যোগী, পাগলের পারা
যেন মন্ত্রবলে হয়ে আত্মহারা,
কি শুনিছ কাণে ? সুধার সে ধারা,
 শুনিবে কি আর জীবনে, হায়।

১৮

যে দিক হইতে সে বীণা-নিস্বন
উঠেছিল ভরি সে নৈশ গগন,
সেই দিকে যোগী করিছে গমন,
 না জানি কে পথ দেখায় তায়।
স্তম্ভিত সহসা—না চলে চরণ,
জিনি হারমীণ, বীণার নিক্কণ
আপনা ভোলান সে স্বর মোহন
 পুনঃ সে শ্রবণে পশিল, হায়!

১৯

"অনন্ত আকাশ প্রশান্ত, গভীর
কোটি ব্রহ্মাণ্ড নিয়ত অধীর
ঘূরিতেছে বক্ষে ; কিন্তু সদা স্থির,
নিষ্কাম, নিশ্চেষ্ট, নিশ্চল তুমি ;
কি জান আকাশ, মানবের আশ,
ক্ষুদ্র হৃদয়ের কত যে পিয়াস,
তুলিছে তুফান শোকের উচ্ছ্বাস,
অপার বাসনা দিগন্তগামী !

২০

"এতটুকু প্রাণে—এ ক্ষুদ্র জীবনে
এই আছে নাই নিশ্বাসের সনে ;
চাহে গো মানব নূতন ধরণে
গড়িতে স্বরগ, মরত, হায় !
হেন মধুময় মধুর জগতে
না ঢালিল প্রাণ এ সুখের স্রোতে ;
অতুল এ শোভা না জানে দেখিতে
ভ্রান্ত, তার চিত্ত অশান্তিময় !

২১

"ধীরে ধীরে শ্বাস ফেল লো, সজনি,
সখি লো যমুনে, হৃদয়ের মণি
ঘুমায়েছে চাঁদ, তুল না লো, ধনি,
দেখো যেন ঊর্ম্মি না লাগে গায়,
মৃদু-মৃদু-শীত-শীকর-সিঞ্চনে
মৃদু-মধু-কল-গীত-আলাপনে
ধীরে হৃদয়ে রাখ সন্তর্পণে,
ব্যজনি মৃদুল-মলয়-বায়!"

২২

কিবা নব প্রাণে, নবীন উদ্যমে
দ্রুতপদে যুবা ছিঁড়ি লতা-দামে,
চূর্ণি পদ-তলে বিকচ কুসুমে,
ছুটিল যথায় উঠিছে স্বর;
কি হেরিল যোগী—না ফেরে নয়ন,
কে নারী সম্মুখে যমুনা-জীবন
অনিমিষনেত্রে করে নিরীক্ষণ"
কপোলেতে কিবা বিন্যাসি কর!

২৩

"অহো, প্রাণপ্রিয়ে, এ নহে স্বপন"
চমকি, ললনা ফিরাল বদন ,
মুহূর্ত্তে সে যুবা করিল ধারণ,
ধরিল সে হৃদি আপন হৃদে ,
কিবা কবে কব, নয়নে নয়ন,
হৃদয়ে হৃদয়, জীবনে জীবন,
আত্মায় আত্মায় হ'ল সম্মিলন
যেন নদী-জল মিশা'ল নদে !

২৪

হায় রে, সে ক্ষণে যমুনা, গহন,
সে শারদ-শশী, সে নীল গগন,
জগৎ-অস্তিত্ব হ'ল বিলোপন,
অন্তর্জ্জগতে বিলীন হ'ল,
কোটি স্বরগ সে হৃদি-মাঝারে,
কোটি মন্দাকিনী সে ক্ষুদ্র আধারে,
অনন্ত সুখোর্ম্মি উঠি একবারে
সে হৃদি-সৈকত প্লাবিয়ে গেল !

২৫

হে ক্ষুদ্র মানব, বল কত ক্ষণ—
কত ক্ষণ তরে নিয়তি-নিয়ম,
জগতের গতি—হবে অতিক্রম
কালের আদেশ স্থগিত রয় ?
"ছাড়, প্রাণনাথ, আর হে আমার
এ হৃদয় দানে নাহি অধিকার"
ব'লে সে ললনা ছাড়া'য়ে সে কর
সুদূরে সত্বরে দাঁড়া'ল, হায় !

২৬

দেখিল যুবক উদাসীনী-বেশ—
রুক্ষ-জটাযুত—আলু'লিত কেশ
ঢাকিয়া নিতম্ব, গণ্ড, পৃষ্ঠদেশ,
মুখের উপরে পড়েছে দলে ;
বালিকার সেই রূপের মাধুরী
বহে ঢল ঢল—প্রাণের ভিতরি
রহে যার ছবি নিমেষ নেহারি,
স্বরগে না যার স্বরূপ মিলে !

২৭

না ভাসে নয়ন ভাবের লহরে,
নাহি সুধা-হাসি মধুর অধরে ;
যেন রে গোলাপ হিমানীর ভরে,
যেন শতদল শিশির-বায় !
কিন্তু নাহি দেহে লাবণ্য অভাব,
মধুর সে কান্তি, প্রশান্ত স্বভাব,
সেই মুখখানি—পবিত্র সে ভাব,
শোকেতে নূতন সুষমা তায় !

২৮

সে যমুনা-তীরে—সে কুসুম-বনে,
সে মধু নিশায়, সে চারু বদনে,
পুনঃ সে সোহাগে—প্রেম-আলিঙ্গনে
ধরিতে সে হৃদি ধাইল যুবা ;
"না না, প্রাণনাথ, আর এ জীবনে
নাহি অধিকার তব আলিঙ্গনে"
ব'লে সে সুন্দরী লতিকা-বিতানে
হেলায়ে সে তনু দাঁড়া'ল কিবা !

২৯

কহিল যুবক "হায় রে, প্রেয়সি
যদি নহ মোর, তবে, লো রূপসি,
কেন হেন বাস—কেন বনবাসী—
কেন রে যৌবনে যোগিনী-বেশ?
আপনার বেশে আত্মপরিচয়
নাহি দেহ তুমি, দিতেছে হৃদয়;
কিন্তু হেন বেশে নেহারি তোমায়
উপজিছে, হায়, বিষম ক্লেশ!

৩০

"হায়, প্রিয়তমে, তোমার(ও) জীবন
সে বাল-জীবনে করিছে মনন,
তোমার(ও) হৃদয় আমারি মতন
হৃদয়ের লাগি বেড়ায় ঘূরে?
হায় রে, সে আশে যোগিনীর বেশ
করেছ ধারণ; আশা, সুখ শেষ
হয়েছে তোমার? জটিল সে কেশ,
সাজাইতে যাহা কুসুম-হারে!"

৩১

"হায়, প্রাণেশ্বর!—অথবা তোমায়
সম্বোধিতে হেন উচিত না হয়;
সংসারের নীতি, রীতি সমুদায়
শিখেছি, হে নাথ, বিশেষ ক'রে!
শিখায়েছে তারা—সঁপিয়াছি যায়
আমার হৃদয়—সে আমার নয়;
হায়, সে বিবাহ মন্ত্রের প্রভায়
ফেলিল এ হৃদে যোজন-দূরে!

৩২

"বলিল জগৎ—ধর চারু বেশ,
বাঁধ বিনাইয়া আলু'লিত কেশ,
পর অলঙ্কার, ঘুচিবে সে ক্লেশ,
সধবার চিহ্ন—সিন্দূর-রেখা;
ফাটুক না প্রাণ মরুভূমি-প্রায়,
শুষ্ক হ'ক কণ্ঠ মৃগ-তৃষ্ণিকায়,
পুড়ুক না হৃদি অনল-শিখায়,
বাহ্য আড়ম্বর, ভূষণে ঢাকা!

৩৩

"আত্ম-বিসর্জ্জন বিবাহের নাম,
সধবা-বৈধব্য তাহার বিধান ;
সে উৎসর্গ-মন্ত্রে হৃদি বলিদান
জেনেছি, এখন শিখেছি, নাথ !
নাহি জানিতাম—তখন সে দিন
ঘূর্ণিত শরীর—অনশনে ক্ষীণ ;
কেন সাত বার করি প্রদক্ষিণ
অজ্ঞাত সে কোন যুবার সাথ !

৩৪

"ক্রমেতে খুলিল ভ্রম-আবরণ,
ভীষণ সে দৃশ্য হেরিল নয়ন ;
হ'ল কারাগার চারু-নিকেতন ;
ভাসিল হৃদয় নয়ন-জলে ;
সহচরী-দলে সান্ত্বনে আমায় ;
কহে ননদিনী 'ভুল, সখি, তায় ;
রেখ না কলঙ্ক এ জগতময়,
বাল্যের সে স্মৃতি ফেলহ ভুলে !'

৩৫

"সে স্নেহ-পুতলী ক'রে আকিঞ্চন
নিত্য চারু-দৃশ্য দেখায় নূতন ;
এ অধর-কোণে হাসির লক্ষণ
দেখে ভাবে সব গিয়াছি ভুলে ;
বুঝে না সে বালা প্রভাত-গগনে
তোমার মাধুরী বহে প্রতিক্ষণে ;
সন্ধ্যাসমীরণ—শশাঙ্ককিরণে
সে সুখের স্মৃতি সদাই তুলে !

৩৬

"পরের হৃদয় পারি প্রতারিতে,
কিন্তু হায়, নাথ, আত্ম-হৃদয়েতে
কেমনে জানাই পেরেছি ভুলিতে,
তোমার সে রূপ হৃদয়ে আঁকা ;
প্রতারিতে কারে নাহি অভিলাষ,
হায়, তাই নাথ, ছাড়ি সে নিবাস,
সাশ্রুনেত্রে ধরি যোগিনীর বাস,
এ যমুনা-তীরে ভ্রমি'ছি একা।

৩৭

"পাগলের মত সতত অধীর
এ হৃদয় মম নাহি হয় স্থির ;
তাই পশি কভু কানন নিবিড়,
কখন বেড়াই যমুনা-তটে ;
হায়, মেঘমালা গগনের গায়
এমতি অস্থির ভাসিয়ে বেড়ায় ,
যদি হয় স্থির, অমনি হৃদয়
ভেদিয়া বিষম অশনি ছুটে !

৩৮

"এস, হৃদয়েশ, শেষ আলিঙ্গন—
শেষের বিদায় করিব গ্রহণ,
এ জনমে আর হ'বে না দেখা ;
যদি প্রণয়ের থাকে পুরস্কার,
পুন সে জনমে মিলিব আবার ;
পুন এ বিজনে হাসিব, সখা !

৫৯

"এ তটিনী-তীরে কুসুম-শয়নে
ভুজে ভুজ বাঁধি বসিব দু'জনে;
যমুনা-হিল্লোল চুমিবে পদে;
কলঙ্কের ভয়—লোকের গঞ্জনা,
এ সকল আর কিছুই রবে না
বাধা দিতে, হায়, প্রণয়ি-সাধে!

৬০

"সুন্দর জগতে সকল(ই) সুন্দর,
সুন্দরী যামিনী কিবা মনোহর,
যমুনা-কল্লোল—মধুর-গান;
এ চেয়ে সুন্দর প্রণয়ি-হৃদয়;
প্রণয়ি-হৃদয়ে সুধু সুধাময়
স্বভাব-সুলভ প্রণয়-গান!

৪১

"যে প্রেমে বিহ্বল দোঁহার হৃদয়
দোঁহার হৃদয় সুখের আলয় ;
অসার জগৎ—স্বর্গ সুখ-ময়
ভেবেছিনু যায় মোহিত মনে ;
প্রেমের সে বীণা আজি হে নীরব,
কেন না নীরব ধমনীর রব ?
জীবনের সাধ ফুরায়েছে সব,
মিছে কেন আর রাখি এ প্রাণে !

৪২

"অস্ত সুখ-রবি, ঘোর অন্ধকার !
ঘোর অন্ধকার হৃদয়-কান্তার,
এক দীপ মাত্র জ্বলিছে, হায় !
সেই এক দীপ—প্রণয় আমার,
পর-সুখ-দ্বেষী এ বিশ্ব-সংসার
কহে উচ্চরবে নিবাও তায় !

৪৩

" 'পাপ, পাপ' বলি করে উচ্চরব,
'কলঙ্কিনী' ব'লে ডাকে লোক সব,
বল, প্রাণনাথ, দাঁড়াই কোথা !
বুঝে না তাহারা কিসে হয় পাপ,
বুঝে না যে দীপ নিবাইলে পাপ,
পাপ নাহি থাকে আলোক যথা।"

৪৪

"নহে পাপ, প্রিয়ে, এস এ হৃদয়ে"
কহিল যুবক, "তোমারি লাগিয়ে—
তোমারি লাগিয়ে উদাসীন হয়ে
ভ্রমি, রে প্রেয়সি, পৃথিবীময় ;
তোমার(ই) এ রূপ জাগ্রতে, শয়নে
সদা নব ভাবে ভাসে এ নয়নে ;
তোমার(ই) এ রূপ আঁধার-জীবনে
একমাত্র আলো বিতরে, হায় !

৪৫

"এস তবে, প্রিয়ে, মোরা দুই জনে
ছাড়ি হেন দেশ ভ্রমি সেই স্থানে,
যথায় মানব না বাঁধে পাষাণে
আপনা হৃদয় পরের দুখে ;
যথা পর-সুখ-দুখের কাহিনী
পরের হৃদয়ে হয় প্রতিধ্বনি ;
যথা পর-ম্লান-হরষ-মু'খানি
দেখে সে অপর আপনা বুকে !

৪৬

"যথায় সে মন্দ মলয়-বাতাস,
অনন্ত বসন্ত বহে বার মাস ;
প্রেমের সৌরভ, ফুলের সুবাস
করে মাতোয়ারা অধীর প্রাণে ;
যথা যে প্রণয় যুবতী-হৃদয়ে
আপনি উছলে—যেন নিশা-ক্ষয়ে
ভানুর কিরণ গগনের গায়ে ;
সে প্রেম-মহিমা সকলে জানে !

৪৭

"যথায় বিহঙ্গ করে মধু গান ;
যথায় নির্ঝর জুড়ায় পরাণ ;
যথা নিতি নিতি নব অভিলাষ
উঠে যাই প্রাণে—মিটে সে পিয়াস ;
যথা দিলে হৃদি মিলে রে হৃদয়,
যথা প্রাণে প্রাণে হয় বিনিময় ;
চল সেই দেশে দু'জনে বিরলে
ভাসায়ে হৃদয় প্রেমের হিল্লোলে,
গাইব দু'জনে প্রেমের সে গান,
মাতা'য়ে জগৎ প্রকৃতির প্রাণ ;
মাতিবে পবন, নাচিবে লতিকা,
দুলিবে হিল্লোলে তরু-কুল-শাখা ;
গাইবে পাপিয়া প্রেম-মাখা-মাখা,
তুলিবে সে তান কোকিল-কুলে ;
গাইবে নির্ঝর-জল,
গা'বে সে বিহঙ্গ-দল,
ছুটিবে সে স্বর ভরি সুনীল-গগন,
দু'জনার কণ্ঠে যবে মিশাব দু'জন!"

৪৮

"আর না, হে নাথ, নারীর হৃদয়
বড়ই কোমল—করে মনে ভয়
সে প্রতিজ্ঞা, নাথ, পাছে ভেসে যায়
প্রণয়ের স্রোতে তৃণের সম;
পুনঃ সে জনমে, জেন হে নিশ্চয়,
হৃদয়ের সনে মিলিবে হৃদয়;
এক হৃদি-শ্বাস বহিবে মলয়
না রবে বিচ্ছেদ, বিষাদ পুনঃ।

৪৯

"এ জন্মের মত বিদায়-গ্রহণ
করিনু, হে নাথ, ত্যজিনু এ বন,
যথায় লতিকা, সলিল, পবন
প্রেমের সে স্মৃতি সদাই তুলে;
করিব সাধনা পশি ঘোর বনে,
পর্ব্বত-কন্দরে একা নিরজনে
করিব সাধনা, যেন তোমা ধনে
পাই জন্মান্তরে সাধনা-বলে!

৫০

'যাই, প্রাণেশ্বর, কিন্তু কেন হায়
নাহি উঠে পদ, না চাহে হৃদয়
ছাড়িতে এ স্থল—ছাড়িতে তোমায়
না চাহে হৃদয় ফিরাতে আঁখি;
এস, হৃদয়েশ, দেখা হবে পুনঃ,
ছু'দিনের পরে মিলিব ছু'জন;
বহু দিন প্রাণ না রবে এমন—
নাহি সে মিলনে অধিক বাকি।'

৫১

না পড়ে পলক, না ফেরে নয়ন,
নাহি সরে বাক্, যেন অচেতন,
সরাগ-রঞ্জিত সে চারু-বদন
জনমের মত হেরিল যুবা।
পশিল সুন্দরী সুদূর কাননে,
নিবিল সে আলো যুবার নয়নে;
ভাঙ্গিল চমক, পশিল শ্রবণে
আবার সে গীতি, মধুর কিবা।

৫২

"হায় রে, রমণী আপন ইচ্ছায়
প্রাণ চাহে যায় বরিবারে তায়
না পারিবে যদি, তবে কেন তায়
সৃজিলে, হে বিধি, দুঃখের তরে !
কেন বা হৃদয়ে প্রণয়-রতন
স্ববগের সার এ কৌস্তুভ-ধন,
দেববালা তবে যাহার সৃজন,
পরালে তাহারে কিসের তরে !

৫৩

"পাপ-অন্ধকারে আঁধার সংসার,
পাপে নরনারী দিতেছে সাঁতার,
কিসে হবে তায় আলোক সঞ্চার
প্রেম-তারা যদি ঢাকে হে মেঘে ;
মুহূর্ত্তেক দাও স্বাধীন জীবন,
দারুণ বন্ধন কর বিমোচন,
মরতে স্বরগ করিব সৃজন ;
সুখের লহরী ছুটিবে বেগে !

৫৪

"হৃদয়ে হৃদয় ছাড়িল যে দিন,
সেই দণ্ডে কেন—কেন না সে দিন
হলো বসুন্ধরা বায়ুতে বিলীন
অণু পরস্পর বিশ্লেষ হলো ?
চন্দ্র, সূর্য্য, গ্রহ, উপগ্রহ, তারা,
শুক্র, শনৈশ্চর, বুধ, মৃগ-শিরা,
কেন সেই ভাবে রহিল তাহারা
প্রেমের সে ডোর না ছিঁড়ে গেল ?

৫৫

"কেন ভাবি আর—কেন অকারণ
কাঁদে মনঃপ্রাণ—না হয় বারণ ;
কেন করে আঁখি অশ্রু-বরিষণ,
রহিবে এ দুঃখ ক'দিন তরে ;
ক'দিনের তরে এ দেহের ভার
বহিবে হৃদয়—হারায়ে তাহার
প্রাণের পরাণ—জীবনের সার,
রবে হৃদে প্রাণ কেমন ক'রে !

৫৬

"পুনঃ সে জনমে আবার দু'জনে
ভুজে, ভুজ বাঁধি বেড়াব কাননে ;
বেড়াব কাননে—দেখিব কেমনে
আদরে যমুনা চুমিবে তীরে ;
ভ্রমর-ঝঙ্কার—কোকিলের গানে
সুখে কণ্ঠস্বর মিলাব দু'জনে ;
গাবে প্রতিধ্বনি কাননে কাননে,
নাচিবে চন্দ্রমা যমুনা-নীরে !"

তৃতীয়োচ্ছ্বাস।

"What though the radiance which was
once so bright
Be now for ever taken from my sight,
Though nothing can bring back the hour
Of splendour in the grass, of glory in the flower;
We will grieve not, rather find
Strength in what remains behind,
In the primal sympathy
Which having been, must ever be;
In the soothing thoughts that spring
Out of human suffering!
In the faith that looks through death,
In years that bring the philosophic mind."

WORDSWORTH.

১

গাইল সে যুবা বীণা লয়ে করে,—
"আছে কে এমন জগত ভিতরে
আশাব কুহকে না ভুলায় যারে,
মরি, কি আশাব চাতুরী;
এ হৃদয়-রাজ্যে আশা শিল্পকর
ভাঙ্গা যোড়া দিতে এমন প্রখর,
ভাঙ্গিয়ে গড়িতে হেন কারিকর
নাহি রে ভুবন-ভিতরি!

২

"মরি, কি মধুর প্রিয়া-কণ্ঠ-স্বর ;
কি স্বর ভরিল হৃদয়-কন্দর ;
কি সুখে নাচিল প্রকৃতি-অন্তর,
কি শুনি কোকিল ছাড়িল তান !
পেলে রে প্রকৃতি নূতন জীবন,
পেলে ফুল সাজ বল্লরী নূতন ?
সমীরণ-কোলে নাচিল এখন,
খসিল কুসুম, অলস-প্রাণ ?

৩

"যমুনা-হৃদয়ে বহিল উজান,
উছলিল যেন কামিনীর প্রাণ
সুখের বিবাহ হ'লে সমাধান
সাধের বাসরে পতির পাশে ;
সাধের সঙ্গিনী প্রিয়ায় আবার
দেখিবে যমুনা, আনন্দ অপার,
জলে প্রতিভাত সে বদন তার
যথা কুবলয় সলিলে ভাসে !

৪

"হৃদয়ে পশিল সে বীণা-নিক্কণ;
প্রিয়ার ভারতী করিব গ্রহণ,
বাঁধিব পরাণ প্রেমের তরে;
ভ্রমি'ছি রে কত বিপিন বিজন,
গিরি, নদ, নদী করি'ছি দর্শন,
প্রেমেরি ত গান সবাই করে!

৫

"হিমাচল-শিরে কত নির্ঝরিণী
গায় প্রেম-গান—যেন বিরহিণী—
ভিজায়ে অচলে আঁখির জলে;
মানস-সরসে কমলিনী-কুলে
করে কত স্তুতি প্রেম-গীত তুলে
বিয়োগ-বিধুর ভ্রমর-দলে।

৬

"সুমেরু-শেখরে, মলয়-অচলে,
নীলাম্বু-হৃদয়ে, যমুনা-হিল্লোলে,
আঁধার পাতালে, ভাস্কর-মণ্ডলে,
কোথা প্রেমগীত না শুনা যায়?
প্রণয়-আধার এ বিশ্ব-সংসার,
অসার জগতে প্রেম শুধু সার;
প্রেম ধর্ম্ম, মোক্ষ, প্রেম বই আর
স্বরগে কিছুই না শোভে, হায়!

৭

"অপ্সরী, কিন্নরী, পরী আদি যত
কিবা লীলাময়ী—কল্পনা-প্রসূত
প্রেমের শরীর করিতে চিত্রিত
হস্ত, পদ, জীব দিয়াছে কবি;
নীল-নভস্তলে জ্বল-দীপ-শ্রেণী,
অবনি-মাঝারে সর-সরোজিনী,
ভাগীরথী-হৃদি স্বতঃ কল্লোলিনী,
প্রেমের প্রতিমা প্রণয়-ছবি!

৮

"প্রণয়ের লাগি সন্ন্যাসীর বেশে
ভ্রমি'ছিনু কত, ভ্রমিব বিদেশে ;
পাইব রে প্রাণ হৃদয় পরশে,
আবার কি হৃদি নাচিবে সুখে ?
ভাব নাহি প্রিয়া এ মর্ত্ত্য-সংসারে,
ভাব এ জীবনে নাহি পা'ব তারে,
তবু কেন যাব প্রাণ ত্যজিবারে,
ত্যজিব সংসার কিসের দুঃখে !

৯

"ধর্ম্মের মাহাত্ম্য করিতে ঘোষণ
সহেছিল যারা অসহ্য পীড়ন,
কীর্ত্তিস্তম্ভ তারা করেছে স্থাপন
জগত-ললাটে ক্ষুদেছে নাম ;
ধূধূধূধূ করি জ্বলে হুতাশন,
প্রসারিয়া কর সহাস্য-বদন
জ্বলন্ত অনলে দিল রে চুম্বন
যেন রে অনল কুসুম-দাম !

১০

"কিসের লাগিয়ে মহর্ষি গৌতম
ত্যজি রাজ্যভোগ—সুখের যৌবন
বিজন-বিপিনে ধ্যানে নিমগন,
 প্লাবালে পৃথিবী ধরমস্রোতে ;
প্রণয়-মাহাত্ম্য করিতে প্রচার
হলো রে উৎসর্গ জীবন আমার ,
প্রেম-ধর্ম্ম বিনা নাহি জানি আর,
 চির-দীক্ষা মোর প্রণয়-ব্রতে।

১১

"যার মহিমায় পাপীর প্রধান
ধার্ম্মিক-প্রবর—পায় দিব্যজ্ঞান ;
'মা নিষাদ' মুখে হলো অভিধান,
 নয়নে ধর্ম্মের ভাতিল আভা ;
'মা-নিষাদ' যবে হলো অভিহিত,
প্রণয়ের বীজ হলো অঙ্কুরিত,
প্রেমের মাহাত্ম্য হইল কীর্ত্তিত,
 মানবের হৃদে প্রণয়-বিভা !

১২

"যার প্রতিভায় বিস্ফারি নয়ন
দেখিল সে কবি নিদ্রাভঙ্গে যেন
নবীন প্রকৃতি—নূতন ভুবন
নবীন ভাবের তরঙ্গে ভাসে ;
কবিত্ব কুহকী ভ্রম-আবরণ
চক্ষুর্দ্বয় হ'তে করিল মোচন ;
খুলিল তখনি স্বর্গের তোরণ
সাজালে প্রকৃতি নূতন বাসে !

১৩

"পরে কত জন লয়ে সেই বীণা
গায় দেশে দেশে প্রেমের মহিমা ;
জানায় মানবে কবিত্ব-গরিমা
মাতোয়ারা প্রাণ কবিত্ব-মদে ;
প্রাচীন ভারত জ্ঞানে জ্যোতিষ্মান
দেখাইল পথ হলো আগুয়ান ;
আরব্য উরোপ ধরিল সে তান,
উঠিল যে গীত উজ্জীন-হৃদে !

১৪

"গাও প্রেম-গীত গাও উচ্চে, বীণা,
জগতেব ধার কিছুই ধারি না
পাপ পৃথিবীর সংস্পর্শ রাখি না
গাও প্রেমগীত হৃদয ভ'রে ,
পাপেব প্রবাহ বহুক জগতে,
কি আমাব তায়, কি দুঃখ বা চিতে ;
আমার জীবন, মবণ প্রেমেতে,
বেখেছি রে প্রাণ প্রণয ধ'রে !

১৫

"গাও তবে গাও ললিত, ভৈববে,
গাও প্রেমগীত মাতাইয়া সবে
প্রেমের লহবী উঠুক স্বরগে
শুনাইয়া সুবে প্রেমের গান !
বুঝুক তাহারা প্রেমের মহিমা
বুঝেছে জগত—কি আর ভাবনা ;
শোক, তাপ, পাপ মরতে রবে না
গাও তাই, বীণা, প্রেমেব গান !"

* * * * * *

নীলিম-যমুনা-হৃদে ললিত-লহরী
রমণী-হৃদয়ে কত, সুখের স্বপন মত,
দোলায়ে ক্ষণেক হিয়া গিয়াছে রে চলিয়ে;
কিন্তু হায়, কত দিন, কতই দুঃখের দিন,
সন্ন্যাসিনী-হৃদিমাঝে বজ্রশেল বিঁধিয়ে,
ঘুচা'য়ে সে মনলোভা, পূর্ণ-শশী-মুখ-শোভা,
অনন্ত কালের বক্ষে গিয়াছে রে মিশা'য়ে!
যথায় হিমাদ্রি-শৃঙ্গ, ভেদিয়ে গগন-অঙ্গ,
সৃষ্টিকাল হ'তে হেরে পৃথিবীর গতি;
কোথা আজি জন-স্থল, কল্য তথা সিন্ধু-জল,
ভূকম্পে, ভূগর্ভে হয় নরের সংহৃতি।
ধরিত্রীর পাপ-ভার, না ধরিতে পারি আর,
যথায় পঙ্কিল পৃথ্বী ধৌত করিবারে,
ধরাধর অশ্রুজল, অবিশ্রান্ত কলকল,
প্লাবিয়ে পাষাণ-বক্ষ ফেলেন দুধারে।
যথায় গগন-অঙ্গে, নীহার খেলিছে রঙ্গে,
এ হেন গোমুখী-তীর্থে বসি একাকিনী,

জটিল-লুলিত-কেশ, অজিন-নির্ম্মিত-বেশ,
নিমীলিত-নেত্র—মগ্ন যোগেতে যোগিনী !
মরি, কি রমণী-মূর্ত্তি, কিম্বা শান্তি মূর্ত্তিমতী,
প্রবৃত্তির ছায়া নাহি সে মুখে বিকাশ ;
শান্তি-পূর্ণ-মুখখানি, যেন পবিত্রতা-খনি,
নাহি সরে সূক্ষ্মশিরা না পড়ে নিশ্বাস !
সম্মোহে হরিণগণে, চাহি সে নয়ন পানে,
প্রেয়সীর আঁখি পানে পুনরায় চাহিছে ;
দৌড়ি আসি মৃগ-শাব, হিংস্র-পশু-ভীতি-ভাব,
যোগিনীর ক্রোড়ে শুয়ে দূরীভব করিছে।
কত দিন কত রাতি, আঁধার, দিবার ভাতি,
নিদাঘ, বরষা কত গেল রে বহিয়া,
রাখি কেহ স্মৃতি-চিহ্ন, কেহ স্মৃতি করি ছিন্ন,
গেল রে কালের স্রোতে ভাসিয়া ভাসিয়া !
এক দিন উদাসিনী, অস্ত গেল দিনমণি,
ঘেরিল আঁধার, নাহি যোগ হ'তে উঠিল ;
হতাশ হরিণদল, গেল নিজ নিজ স্থল,
নিত্য-লব্ধ তৃণ-দল সে দিন না মিলিল।

পোহাইল বিভাবরী, বালার্ক গগন'পরি,
ঘুমন্ত প্রকৃতি-প্রাণে ঢালে সঞ্জীবনী ;
চমকিল বনস্থল, উছলে গাঙ্গিনী-জল,
ভাতিল নীহার, কিন্তু না জাগে যোগিনী !
দিন সে হরিণীদল, শোকে আঁখি ছল ছল,
কি যেন বিষাদে সেথা বেড়াইত ঘুরিয়া ;
যেন চির হ'তে ক্ষিতি, গেছে সে সহানুভূতি,
নাহি কেহ শষ্প আর দিতে মুখে তুলিয়া !
কিছু দিন হেন যায়, পথ-শ্রান্ত পান্থ হায়,
উদাসীন-বেশ, এক আইল তথায়,
বহু তীর্থ-পর্য্যটন, করি তথা আগমন,
পূত গঙ্গোদক যথা পবশে ধরায়।
কেন অকস্মাৎ, হায়, সে যোগী নিস্পন্দ-প্রায়,
"প্রাণপ্রিয়তমে" বলি ভূমিতলে পড়িল ;
উঠি পুনঃ করে তুলে, শবদেহ লয়ে কোলে,
অসাড় সে শব-মুখ নিরখিয়া রহিল !
দিন দিন দিবাকর, পক্ষান্তর নিশাকর,
আঁধার, আলোক, গ্রহ, উপগ্রহ, তারা

গগনে বিলীন হলো, আবার সে দেখা দিল,
সে যোগীরে সেই ভাবে দেখিল তাহারা !
ঘোর নিশি অন্ধকার, বর্ষে বারি অনিবার,
আকাশ-আলেয়া কিবা ক্ষণপ্রভা ঝকিছে ;
শত-দৈত্য-সম তেজে, জগত-সংহার-ব্যাজে,
বজ্ররূপী রুদ্র যেন হুহুঙ্কার ছাড়িছে !
পবন সহস্র করে, পর্ব্বতের শৃঙ্গ ধ'রে,
ছিঁড়িয়া বিষম বেগে ভূমিতলে ফেলিছে,
প্রচণ্ড নির্ঘাত-দাপে, পাতালে বাস্থকী কাঁপে,
প্রলয় আঁধারমুখে বিশ্ব-ব্যোম গিলিছে !
হেন ভয়ঙ্কর রাতি, কিছু নাহি মনে ভীতি,
বসিয়ে স্থাণুর মত কেবা যোগ সাধিছে ;
আকাশেতে ঘনঘটা, পৈশাচ-রূপের ছটা,
দেখি সে যোগীর মুখ আঁধারেতে মিশিছে।
উন্মীলিত দুনয়নে, চাহি আকাশের পানে,
নাহিক জ্রক্ষেপ, যোগী মৃদু হাসি হাসিল ;
হাসি সে মধুর হাসি, গুটায়ে জটার রাশি,
নয়নে বিজলী ভাতি মৃদুরবে বলিল :—

"যোগেতে জানিনু যাহা, আজি দেখিতেছি তাহা,
জীবন-তমিস্রা মম নিশাসহ পোহা'বে,
আজি রে এ দেহ-ভার, না ধরিবে ধরা আর,
পাপ-দেহ ছাড়ি প্রাণ, প্রাণ সহ মিলিবে।"
মুদিল নয়ন যোগী, আর না উন্মীল আঁখি,
দেহ হ'তে প্রাণবায়ু বাহিরিল, হায়।
তৈল-হীন দীপ-প্রায়, নিবিল জীবন, হায়,
লুটা'য়ে সে দেহ কিবা পড়িল ধরায়!
বৃষ্টি না বর্ষিছে আর, থেমেছে বিষম ঝড়,
নবজলে ধোয়া চাঁদ, আকাশেতে উদিল,
বিষম দুরন্ত ঝড়ে, ছিঁড়েছিল প্রেমডোরে,
সজোরে মাধবী তাই সহকারে বাঁধিল।
আবার তমাল-তলে, হরিণ-হরিণী-দলে,
পাসরি বিরহ-ক্লেশ প্রিয়-সনে মিলিল,
কেবল মরমোচ্ছ্বাসে, গাঙ্গিনী শোকের ভাষে,
প্রেমের সে পরিণাম কলনাদে গাইল।

সম্পূর্ণ।